যুগান্তর

বরিশালে মাদ্রাসায় হামলা-পাল্টাহামলা
আহত ১০ : শিক্ষকসহ গ্রেফতার ১৭

● মাদ্রাসা অনির্দিষ্টকাল বন্ধ ঘোষণা

বরিশাল ব্যুরো

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডমুক্ত শহরের খাজা মাঈনউদ্দিন মাদ্রাসায় ছাত্রশিবিরের কার্যক্রম শুরু করা নিয়ে ওই মাদ্রাসার শিক্ষক-ছাত্র এবং শিবিরের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধের জের ধরে রোববার রাতে দু'পক্ষের হামলা-পাল্টাহামলায় কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে ৩ জন শিবির কর্মীকে বরিশাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শিবিরের দায়ের করা মামলায় পুলিশ রোববার গভীর রাতে মাদ্রাসার তিন শিক্ষকসহ ১৭ জনকে গ্রেফতার করেছে।

ছাত্রশিবিরের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, শিবিরের ৫/৬ জন কর্মী রোববার রাতে মাঈনউদ্দিন মাদ্রাসা মসজিদে নামাজ পড়তে গেলে আদর্শগত বিরোধের কারণে তারা শিবির কর্মীদের ওপর হামলা চালায়। খাজা মাঈনউদ্দিন মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রশিবির এ মাদ্রাসায় তাদের কর্মকাণ্ড চালুর চেষ্টা করছিল। গত শুক্রবার কয়েকজন শিবির কর্মী সংগঠনের দাওয়াত দিতে মাদ্রাসার ছাত্রাবাসে গেলে শিক্ষক মাওলানা আবদুর রহমান ছাত্রশিবির কর্মীদের জানিয়ে দেন, এ মাদ্রাসা রাজনীতিমুক্ত এবং শিবির কর্মীদের আসতে বারণ করেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে শিবির কর্মীরা শনিবার সন্ধ্যায় মাদ্রাসা ছাত্র মোস্তফা কামালকে মারধর এবং অপহরণের চেষ্টা করে। এমনকি মাদ্রাসায় শিবির করতে না দিলে তারা হাত-পায়ের রগ কাটার হুমকি দেয়। রোববার এশার নামাজের সময় একদল শিবির কর্মী মাদ্রাসা গেটে মহড়া দেয়। একপর্যায়ে তারা ছাত্রাবাসের ৪ নম্বর কক্ষে হামলা করে। এতে মাদ্রাসা ছাত্র শহীদ, নজরুল, নাসির, আল-আমিন ও মারুফ আহত হয়। শিবিরের আকস্মিক হামলা মাদ্রাসার ছাত্ররা সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ করে। এ সময় কয়েকজন শিবির কর্মীও আহত হয়। আহত শিবির কর্মীরা হচ্ছে সোহরাব, কাইয়ুম ও তানভীর। এ তিনজন বরিশাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এদিকে শিবিরের পক্ষ থেকে রোববার রাতেই কোতোয়ালি থানায় মামলা দায়ের করা হয়।